সংবাদ

তারিখ 01 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

চলছে চরম অব্যবস্থাপনা ও নৈরাজ্য

রাকিব উদ্দিন

চরম অব্যবস্থাপনা ও নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে চলছে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা। মালিকরা নিজেদের পছন্দনীয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ বসিয়ে শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত। সরকারি নিয়ম-কানুন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ন্যূনতম তোয়াক্কা করছে না মালিকরা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা গেছে, দেশের মোট ৭৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩টি (নতুন কয়েকটি ছাড়া) চলছে উপাচার্য ছাড়াই। ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই উপ-উপাচার্য। কোষাধ্যক্ষ ছাড়া চলছে ৪৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। সব মিলিয়ে ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলোতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের সব পদই শূন্য আছে।

এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে মালিকরা নিজেদের আত্মীয়স্বজন, পছন্দের ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবসা করছে। শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কোন কিছু অবহিত করছে না। সমাবর্তন ছাড়া ইচ্ছামতো দেয়া হচ্ছে সনদ। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্যই শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুর্নীতিগ্রস্ত, মালিকরা বিরোধপূর্ণ ও প্রত্যক্ষভাবে সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসক নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য প্রতিটি পদের জন্য তিনজন করে যোগ্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করে চ্যান্সেলরের (রাষ্ট্রপতি) অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। রাষ্ট্রপতি তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ দেন। এছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকলে ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কাউকে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দিয়ে থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এই বিধি

বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বেসরকারি : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপেক্ষা করে চলেছে। তারা নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে বছরের পর বছর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। আবার কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একই ব্যক্তি বারবার উপাচার্য থাকছেন। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও অব্যবস্থাপনা। ইউজিসির কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদকে বলেন, 'উচ্চশিক্ষা নিয়ে কাউকে সনদ বাণিজ্য করতে দেয়া হবে না। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ রয়েছে, সেগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'শর্ত মেনে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে পারেনি, তাদের ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অবশ্যই নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।'

মালিকদের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দিয়ে চলছে যেসব প্রতিষ্ঠান : ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে মালিকদের নির্বাচিত ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দিয়ে। এগুলো হলো- চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়, সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় ও জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ চলছে মালিকদের নিয়োগ দেয়া উপাচার্য দিয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কোন কিছু অবহিত করা হয়নি।

উপাচার্যবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় : উপাচার্য ছাড়া চলছে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো হলো- চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, টাইমস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসি'র চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য কোয়ালিটিসম্পন্ন লোকের যেমন অভাব আছে, আবার কর্তৃপক্ষও নিজেদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে এসব পদে বসাতে চায়। অনেক সময় এসব পদে যোগ্য ব্যক্তিকে বসানো নিয়ে মালিকরা ঐকমত্যেও পৌঁছাতে পারেন না।'

ড. একে আজাদ চৌধুরী জানান, 'বর্তমানে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের কোনটিই নেই এমন বিশ্ববিদ্যালয় আছে ২৫টি।'

বিতর্কিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারের মূল্যায়ন : চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সম্পর্কে সরকারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য এই প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন প্যানেল (প্রস্তাবিত নামের তালিকা) প্রেরণ করা হয়নি।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ড চার ভাগে বিভক্ত। এতে সরকার তিনটি পদে (উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ) কাউকে নিয়োগ প্রদান করেনি।

সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিরোধপূর্ণ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য প্যানেল প্রস্তুত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য পদের জন্য প্যানেল করা হয়েছে। কিন্তু উপ-উপাচার্য পদের কোন প্যানেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি।

ইবাইস ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে দু'পক্ষের বিরোধ চলছে।

প্রায় একযুগ আগে প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চলছে উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অবৈধভাবে সনদ বাণিজ্য করে আসছে।